দারিয়াপুর ইউপি একাদশকে ৫-০ গোলে হারিয়ে বাওট শাপলা ক্লাব দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর ৮ম দিনের খেলায় মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশকে ৫-০ গোলের বিরাট ব্যবধানে হারিয়ে গাংনী উপজেলার বাওট শাপলা ক্লাব দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ১৭ মিনিটের সময় বাওট শাপলা ক্লাবের পক্ষে ১ টি গোল করে এগিয়ে নেন। এর পর দলের পক্ষে সিয়াম ১ টি, মৃদুল ১ টি ও বায়োজিত ১ এবং সবশেষে আবারো অধিনায়ক সেলিম আরেকটি গোল করে ৫ গোলের বিরাট ব্যবধানে দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন বাওট শাপলা ক্লাবের রাব্বী। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে টি শার্ট উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া দুটি গোল করায় বাওট শাপলা ক্লাবের অধিনায়ক সেলিম রেজাকে লালন শাহ বালি ভান্ডারের পক্ষ থেকে টি শার্ট উপহার দেওয়া হয়।

ম্যান অব দি ম্যাচ রাব্বীর হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন প্রাক্তন খেলোয়াড় আনিছুর রহমান ভল্টু।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব মাহাবুব চান্দু, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, হাসানুজ্জামান বাবু, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন মুজিবনগরের সোহেল রানা। তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর আব্বাছ উদ্দীন ও মাহাবুব। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন টুটুল রহমান। খেলার ধারাভাষ্যে ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন। উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত

ছিলেন।

আগামী ১৩ জুন একই মাঠে দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম খেলায় রামদেবপুর ফ্রেণ্ডস ক্লাব বনাম ফার্স্ট ক্যাপিটাল অব বাংলাদেশ (এফসিবি) খেলা শুরু হবে।

মেহেরপুরে এজাজ হোটেল থেকে অর্ধগলিত গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার অনুমোদনহীন একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান (৫৫) নামের একজনের গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আব্দুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তি শোলমারী গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। সে পেশায় একজন বিদ্যুৎচালিত ইজিবাইক চালক।

আজ রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় শহরের আবাসিক হোটেল “এজাজ প্লাজা’র চতুর্থ তলার ৪০২ নং কক্ষ থেকে তার গলা কাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দূর্বৃত্তরা তাকে হাত পা বেঁধে গলা কেটে হত্যা করেছে।
নিহত আব্দুর রহমানের ভাগ্নে আনোয়ার হোসেন তার লাশ সনাক্ত করেন।

নিহতের স্ত্রী রেহানা খাতুন বলেন, গত শুক্রবার রাতে ভাত খেতে বসেছিল। এসময় তাকে কে বা কারা ফোনে ডাক দেই। সে ভাত রেখে তাদের সাথে চলে আসে। তারপর থেকে নিখোঁজ রয়েছে। আমরা তাকে খুজতে বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করি। আজকে বিভিন্ন মারফতে আমরা জানতে পারি হোটেল এজাজে একটি লাশ আছে। আমরা এসেই মরদেহ দেখেছি।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) গোলাম মোর্তুজা মতু পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, আমাদের এলাকার একজন ভাল মানুষ হিসেবে আব্দুর রহমান পরিচিত। তার বিরুদ্ধে কেউ কখনো কোনো অভিযোগ দেখাতে পারবেনা। শুক্রবার পার্শ্ববর্তি

উজুলপুর গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে নাহিদ হোসেন চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার জন্য মোবাইল ফোনে ডেকে নেন আব্দুর রহমানকে। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন আব্দুর রহমান।

গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, হোটেল এজাজের ৪০২ নং কক্ষ থেকে অর্ধগলিত গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কেনো কি কারনে এই হত্যাকান্ড এখনি বলা সম্ভব নয়। তবে হোটেল এজাজ প্লাজার মালিক ঝন্টু মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাথমিকভাবে থানায় নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, হোটেল এজাজ প্লাজা আবাসিক হোটেল চালানোর জন্য বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই। এখানে একজন ম্যানেজারও নেই। পাঁচ তলা ভবনের এই অবৈধ হোটেলটিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে সিসি ক্যামেরাও নেই। হোটেল মালিক অবৈধভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ এই হোটেলটি চালিয়ে আসলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো নজরদারি রাখা হয়নি।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, হোটেল বাজার এলাকায় একটি অটো চালকের গ্রুপ তৈরী হয়েছে। তারা অটো চালানোর আড়ালে হেরোইন বিক্রি করে আসছে। শুধু হোটেল বাজার এলাকায় নয়, ডিসি কোর্টের সামনে তাদের অবস্থান। মুজিবনগর রাস্তায় অটো চালিয়ে থাকেন। দুই তিন দিন তাদের দেখা যাচ্ছে না বলে জানান তিনি।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সিআইডি পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেন।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭

আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে
আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলায় ২ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেপতার করেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে ১০ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার আসামি জালাল আহম্মেদকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত জালাল আহম্মেদ সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে।

শনিবার দিবাগত মধ্য রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন পুলিশ।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৩৪/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১০ মাসের সাজা দিয়েছেন। তারপর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। গ্রেফতারকৃত জালাল আহম্মেদকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক কারবারী গ্রেফতার

৫ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে মেহেরপুরের বারাদী ক্যাম্পের একদল পুলিশ।

আটকরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের ইহান নবীর ছেলে ইজহারুল ইসলাম (৩৮) ও একই গ্রামের হান্নান খানের ছেলে বকুল হোসেন (৪৮)।

আজ রবিবার (১১ জুন) বেলা ১২ টার দিকে বারাদী বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দিয়ে আটককৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আইনশৃংখলা বিষয়ক মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলার মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইনশৃংখলা বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম, সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম

সিদ্দিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ জাহিদুর রহমান পিএসসি, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল আলম সরকার, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য।

বৃহৎ গুদাম নির্মাণ হলে অন্যের প্রতি নির্ভরতা কমবে

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৪ হাজার মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পিএফজি সার গুদামের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সার গুদামের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) এনডিসি আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) মো: আব্দুস সামাদ, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মো. মোস্তাফিজুর রহামান, সচিব মো: আশরাফুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক (সার ব্যববস্থাপনা) মজিবর রহমান সবুজ, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর বিএডিসি’র উপপরিচালক শঙ্কর কুমার মজুমদার, কেএম মনিরুজ্জামান, মিনহাজ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, মেহেরপুর ধান, গম, ভুট্টা, পাট সহ হরেক রকম সব্জি উৎপাদনে প্রসিদ্ধ একটি জেলা। এই জেলার ৪ হাজার মেট্রিক টন ধারণ

ক্ষমতা সম্পন্ন এই বৃহৎ সার গুদামটি নির্মিত হলে আমাদের কৃষকদের আর অন্য জেলার উপর নির্ভর করতে হবেনা। বরং নিজ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলার চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। তিনি বলেন— কৃষক ফসলের নায্য মূল্য পাচ্ছে, উৎপাদন বেড়েছে, পণ্য বাজারজাতকরণে হয়রানি কমেছে তাই কৃষক ফসল চাষ করে এখন লাভবান হচ্ছেন। কৃষক ভালো আছেন। বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে বহুমুখী পরিকল্পনা ও প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

কাঁথুলি ইউপি একাদশকে হারিয়ে বাগোয়ান ইউপি একাদশ দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর ৭ম দিনের খেলায় গাংনী উপজেলার কাঁথুলি ইউনিয়ন একাদশকে ৩-০ গোলে হারিয়ে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ১৫ মিনিটের সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের পক্ষে ১১ নং জার্সি পরিহিত ফরোয়ার্ড সবুজ দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর একই দলের ৯ নং জার্সি পরিহিত ফরোয়ার্ড অনিছুর রহমান ৪৩ মিনিটের সময় ১ ও দ্বিতীয় অর্ধের ১২ মিনিটের সময় তৃতীয় গোলটি করেন। তবে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে উভয় দলই কয়েকটি করে গোল করার সুযোগ হারান।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন বাগোয়ান ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের পক্ষে ফরোয়ার্ড আনিছুর রহমান। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া লালন শাহ বালি ভান্ডারের পক্ষ থেকে একটি টি শার্ট উপহার দেওয়া হয়।

আনিছের হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব

মাহাবুব চান্দু ও সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, জনতা ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত এজিএম আব্দুস সামাদ, টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও খেলা কমিটির সদস্য সচিব মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি নাসের চৌধুরী, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, মাহাবুব হাসান ডালিম উপস্থিত ছিলেন।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন গাংনীর আব্বাছ উদ্দীন। তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর মাহাবুব রহমান ও মনিরুল ইসলাম। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন টুটুল আহমেদ। খেলার ধারাভাষ্যে ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল ১১ জুন, ৮ম ম্যাচে একই মাঠে বিকাল ৪ টার সময় মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশ ও গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন বাওট শাপলা ক্লাবের মধ্যে লড়াই হবে।

খেলাটি একযোগে রাজধানী টিভি, রেডিও পায়রা, মেহেরপুর প্রতিদিনের ফেসবুক থেকে সরাসরি লাইভ দেখানো হবে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ফেনসিডিলসহ কুষ্টিয়ার ২ মাদক কারবারি আটক

গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই স্কুল ছাত্র আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আটকরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বারখাদা ত্রিমোহনী গ্রামের

খাইরুল ইসলামের ছেলে জাহিদ হাসান (২০) ও একই এলাকার মিরাজুল ইসলাম ওরফে মিরাজের ছেলে তুহিন (৩৬)। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।জাহিদ হাসান দশম শ্রেনীর ছাত্র।
আজ শনিবার (১০ জুন) দুপুরের দিকে কাজিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুই মাদক কারবারিকে আটক করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্র্রন আইনে মামলা দিয়ে আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার -৭

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত ১২ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ২ আসামি ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতে এই দুটি থানার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট থানাগুলোর ডিউটি রুম থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১০ জুন) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।